ক্ষোভের আগুনে জ্বলে উঠল বাংলাদেশ

০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়
০ ছাত্রদের ৫ দফা এবং শিক্ষকদের ১২ দফা দাবি, অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, অভিযুক্ত সেনাসদস্যকে ব্যারাকে ফেরত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ছবিঃ ইন্টারনেট

হালিম মোহাম্মদ/মইদুল ইসলাম,ঢাকা,২১আগষ্ট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে গতকাল সন্ধ্যার পর সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার শুরু হয়েছে। গত সোমবার সেনাসদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনার জের হিসেবে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়। এ ছাড়াও অভিযুক্ত সেনাসদস্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে একটি কমিটি কাজ শুরু করেছে।
ক্যাম্পাসে গতকালও সাধারণ শিক্ষার্থীরা দিনভর বিক্ষোভ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের কুশপুত্তলিকা দাহ এবং তার পদত্যাগ দাবি করেন। ঢাবিসহ দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে ঢাবি ক্যাম্পাস থেকে সেনাবাহিনী তাদের অস্থায়ী সেনাক্যাম্প সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ঢাবি ক্যাম্পাসের সেনাক্যাম্পটি লালবাগের বকসীবাজারে আলীয়া মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হবে। বিকাল ৪টায় মধুর ক্যান্টিনে শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করে ৫ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো হল— ২৪ ঘন্টার মধ্যে জড়িত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার করতে হবে, আটককৃত ছাত্রদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং কোনও

ধরনের হয়রানিমূলক মামলা করা যাবে না, আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং সারাদেশ থেকে জরুরি অবস্থা তুলে নিতে হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি জরুরি সাধারণ সভা শেষে ১২ দফার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তগুলো হল– শিক্ষক

বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে সেনাবাহিনীর গাড়ী

সমিতির পক্ষ থেকে নিন্দাজ্ঞাপন, আজ (বুধবার) ১২টার মধ্যে সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার, আজ বেলা ১১টায় শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিল, আহত ছাত্র-শিক্ষকদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ দাবি, আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার, ঢাবি ক্যাম্পাসে আর কখনও পুলিশ ও সেনা মোতায়েন না-করা, প্রত্যেক হলে ছাত্রদের সঙ্গে আন্দোলনের একাত্মতা ঘোষণা, জড়িত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের শাস্তিপ্রদান, সেনা ও পুলিশ সদস্যদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
এদিকে সব ছাত্র সংগঠন আজ বুধবার সারাদেশে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে।
গতকালের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাবি ও এর পার্শ্ববর্তী ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, সিটি কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা নগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পরে। এসব এলাকায় প্রায় অর্ধশত গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি ঠেকাতে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও শ' শ' রাউন্ড টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ করে।
গতকালের ঘটনায় লাঠিপেটা ও ইটের আঘাতে আহত এটিএনবাংলার ক্যামেরাম্যান, বিভিন্ন মাধ্যমের সংবাদকর্মী, শিক্ষার্থীসহ ৩৫ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তবে নিহত হওয়া বা গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঢাবি ক্যাম্পাসের আশপাশের সড়কে যানবাহন ও

সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ রাখা হয়।
সকাল সোয়া ১০টায় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিলটি উপাচার্যের বাসভবনের সামনে দিয়ে টিএসসির দিকে এগুতে থাকলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশ রোকেয়া হলের ভেতরে টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। হাকিম চত্বর ও লাইব্রেরিরের পাশ থেকে ছাত্ররা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এসময় পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ ও ধাওয়া করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় আধাঘণ্টা সংঘর্ষ চলার পর অতিরিক্ত পুলিশ এসে সাঁড়াশি অভিযান ও বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে পুলিশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এসময় প্রায় ২০ জন আহত হয় ও ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে পার্কিং অবস্থায় থাকা বিকল ১টি পিকআপকে ঠেলে রাস্তায় এনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরপর বিক্ষিপ্তভাবে ক্যাম্পাসের প্রতিটি সড়কের মোড়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। নীলক্ষেত, পলাশী ও কাঁটাবন মোড়ে থেমে থেমে ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
দুপুর ১২টার দিকে শাহবাগে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে সেনা কর্মকর্তা লে. কর্নেল জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রাইভেট কারে আগুন দেয়া হয়। গাড়িচালক কামরুলকে নিয়ে ওই সেনাকর্মকর্তার ছেলে রবিন আজিজ মার্কেটে এসেছিলেন। পৌনে ১টায় চারুকলা ইনস্টিটিউট, পাবলিক লাইবেরি ও শাহবাগ মোড়ে সংঘর্ষে ৬ জন আহত এবং ৭টি গাড়ি ভাঙচুর হয়। চারুকলার ভেতরে পুলিশ টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে।
দুপুর ২টায় ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, সিটি কলেজের ছাত্ররা সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় থেকে আজিমপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করে প্রায় ১৩টি গাড়ি ভাঙচুর করে। এসময় এলিফেন্ট রোডের বাটা সিগন্যাল এলাকায় একটি সিটিবাস ভাঙচুরকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডে ওঠে উল্টে যায়। এ ঘটনায় ১৯ জন বাসযাত্রী আহত হন।
বিকাল ৪টায় বঙ্গবাজার সংলগ্ন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পাশে ফজলুল হক হলের ভেতর থেকে ছাত্ররা বের হয়ে একটি বিআরটিসি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া সেখানে একটি পুলিশের পিকআপসহ প্রায় ৮টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে এফ রহমান হলের সামনে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ফের সংঘর্ষ বাঁধে। রাত ৯টায় ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সায়েন্স ল্যাবরেটরি পুলিশবক্সে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে। এসময় এলিফেন্ট রোডে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।